daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:08-02-2016 Page:17, Col:3-5 Size:24 Col*Inc

## Sustainable Revival of Muslin

# Speakers for use of modern technology, research

**Speakers seen at a dialogue on Revival of Muslin Textile in Bangladesh at Sufia Kamal auditorium of the National Museum in the city on Sunday. The Centre for Policy Dialogue organised the dialogue.**

STAFF CORRESPONDENT

**Laying** the importance of use of modern technology and conducting research for revival of Muslin, speakers at a seminar on Sunday said that concerted effort of concerned ministries and government departments is needed for sustainable revival of the lost heritage 'Muslin' as it still has the business prospect.

They said that reproduction of corpus cotton – the only cotton that used in weaving Muslin, side by side creating strong weavers group and exploring market are the key challenges towards the direction of the sustainable revival of lost Muslin.

Discussants made the comments at a dialogue hosted by the Center for Policy Dialogue (CPD) as part of the month-long Muslin Festival held at Sufia Kamal Auditorium of National Museum in the city. Presided over by CPD Executive Director Mostafizur Rahman, Industries Secretary Mosharraf Hossain Bhuiyan, Additional Secretary of Industries Ministry Jamal Abdul Naser Chowdhury, researchers Dr. Hamida Hossain, Bangladesh Handloom Board Chairman Ershad Hossain and Central Women's University Vice-Chancellor Dr. Parveen spoke at the dialogue programme.

Rosemary Crill, senior curator of Victoria and Alvert Museum of UK presented the keynote paper on 'Fruit of the Loom: Muslin and Cotton in South Aisa'.

Eyeing the business prospect of the Muslin, Mostafizur Rahman said, as it is possible to revive the lost pride Muslin, it is possible to create a new market.

"Several ministries like ministry of agriculture, ministry of industries and ministry of cultural affairs are involved with the revival of Muslin. So all the ministries and departments have to come into the same umbrella for its sustainability", said CPD executive director.

He also said that research and use of technology for DNA of the corpus cotton seed is highly needed towards journey of the revival of Muslin.

Industries secretary said that the government is willing to work in the reproduction process of corpus cotton. In this regard, Bangladesh Handloom Board, Cotton Development Board and departments under industries ministry have been asked to work together.

প্রথম আলো
Date:08-02-2016 Page 08, Col 1-4 Size: 24 Col*Inc

# মসলিন পুনরুদ্ধারে দরকার সমন্বিত প্রচেষ্টা

## সেমিনারে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মত

বিশেষ প্রতিনিধি

মসলিনের মিহি সুতার জন্য তুলাবীজের ডিএনএ পরীক্ষা হচ্ছে। বীজ বোনার জন্য মাটি পরীক্ষার কাজও চলছে। তবে মসলিনের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার।

গতকাল রোববার জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'বাংলাদেশে মসলিন পুনরুদ্ধার' বিষয়ক সেমিনারে গবেষক, অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক ও উদ্যোক্তারা এমন মত দিয়েছেন। সেমিনারে বলা হয়, মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হওয়ার পর মসলিন বিলুপ্ত হয়ে যায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দৃক ও আড়ঙের সহায়তায় জাতীয় জাদুঘর এ সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

সেমিনারে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মসলিনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আছে। জামদানির মেধাস্বত্ব অন্য দেশ নিয়ে যাচ্ছে। মসলিন পুনরুদ্ধার করে এর মেধাস্বত্ব যেন পাওয়া যায় তার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার।

মূল প্রবন্ধে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের জ্যেষ্ঠ কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল বলেন, ঢাকার মসলিন একটি অনন্য পণ্য। পৃথিবীর অন্য কোথাও এটার হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। এককভাবে মসলিন পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না। লন্ডনের মসলিন ট্রাস্টের রিসার্চ ফেলো সোনিয়া অ্যাশমোর তাঁর প্রবন্ধে বলেন, মসলিন বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মসলিনের উন্নত সুতা তৈরি হতো জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ জেলা) ও কাপাসিয়ায় (গাজীপুর জেলা)।

ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল বলেন, মসলিন ও জামদানিকে একসঙ্গে মেলানো ঠিক না। এ দুইটি একেবারেই আলাদা। তবে মসলিন ও খাদি একই গোত্রের। তিনি বলেন, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। মসলিন পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

জাতীয় জাদুঘরে মসলিন নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী দেখছেন দর্শকেরা ● প্রথম আলো

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মসলিন পুনরুদ্ধারে ঢাকার তাঁতিবাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রূপগঞ্জের আবুল কাসেম বলেন, মসলিন তৈরির বিষয়টি তাঁর দাদা দেখেছেন। তিনি বলেন, 'আর্থিক সহায়তা এবং মিহি সুতা পেলে আমরা মসলিন তৈরি করতে পারব।' ন্যাশনাল ক্র্যাফট কাউন্সিলের সভাপতি চন্দ্র শেখর সাহা বলেন, মসলিন শিল্প পণ্য না। এটা হাত দিয়ে তৈরি করা পণ্য। দক্ষ কর্মী তৈরি ছাড়া মসলিন ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন হবে।

চার পর্বে বিভক্ত সেমিনারে মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন, ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ রুবী পাল চৌধুরী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

আমাদের অর্থনীতি
Date : 08-02-16 Page 1, Col: 5-7 Size: 16 Col*Inc

# ‘ডিএনএ টেস্ট হবে মাটি ও মসলিন উপকরণের’

জাফর আহমদ : ঢাকায় মসলিন তৈরির প্রাক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মসলিন বুননের সম্ভাব্য তুলার পরীক্ষামূলক চাষ শুরু হয়েছে। এরপর মসলিন বুননে তুলা গাছের চাষস্থল কাপাসিয়ার মাটি ও অন্যান্য উপকরণের পরীক্ষা করা হবে।

গতকাল রোববার সকালে জাতীয় যাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে সংলাপে উদ্যোক্তারা এ তথ্য জানান। সংলাপে দেশি-বিদেশি গবেষক, বাংলাদেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ফ্যাশন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। সিপিডি-দৃক আয়োজিত সংলাপ উপস্থাপনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান। সংলাপে বক্তারা বলেন, আবার ঢাকায় ফিরবে ঐতিহ্যের স্মারক মসলিন। বিশ্বজুড়ে রুচিশীল, ফ্যাশনপ্রিয় মানুষ বিমোহিত হবে ঢাকার কারিগরের দক্ষ বুননে। দেশের তৈরি পোশাকের সঙ্গে সমান্তরাল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে মসলিন রপ্তানি করে। সংলাপ শেষে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

## ‘ডিএনএ টেস্ট হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বলেন, মসলিন ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী। মসলিন ফিরিয়ে আনতে পারলে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি হবে। ইতিহাসের সাক্ষী অনুযায়ী ১৭৪৭ সালে মসলিন বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ রুপি আয় হয়েছিল। মসলিন ফিরিয়ে আনতে পারলে এখনও দেশের তৈরি পোশাকের পাশাপাশি একটি নতুন বাজার তৈরি হবে।

বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, গাজীপুরের কাপাসিয়া অঞ্চলের মাটি, যাদুঘরে সংরক্ষিত মসলিন ও বিভিন্ন জাতের তুলার ডিএনএ পরীক্ষা করে নতুন করে মসলিন কাপড় বুননের কাজ শুরু হবে। বাজারজাত করণে বাঙালির দক্ষতা ও মসলিনের জন্য ঢাকার সুনামকে কাজে লাগানো হবে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর কাজ শুরু করেছে। এ কাজে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ড. হামিদা হোসেন বলেন, মসলিন ঢাকার– এর যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। ঢাকা, সোনারগাঁও, কলকাতা, দিল্লিসহ ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত মসলিনেই তা উল্লেখ আছে। মসলিন ঢাকার এ কথার অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. ফরিদ উদ্দিন বলেন, যে তুলাতে মসলিন তৈরি হয়েছিল সে তুলার জাত অনুসন্ধানের কাজ চলছে। এ জন্য তুলার জীন ব্যাংকের সহযোগিতা নেওয়া হবে। বিশেষ ধরনের তুলার পরীক্ষামূলক চাষ শুরু হয়েছে। এ তুলা সেই তুলা কিনা নিশ্চিত করে বলতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যুক্তরাজ্যের আলবার্ট যাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমারী ক্রিল মসলিনের প্রাচীন সংরক্ষিত স্থান ও উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনা থেকে প্রাপ্ত নমুনা তুলে ধরেন। তিনি সতের শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময় উল্লেখ করে উপমহাদেশের মসলিন পাওয়া স্থান উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে ইউনেস্কোর সিইও বেট্রিক খালদুন, ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল, বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামাল আব্দুল নাসেরও বক্তব্য রাখেন। সম্পাদনা : মোশাররফ বাবলু

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
Date:08-02-2016 Page: 09, Col 1-3 Size: 12 Col*Inc

# মসলিন ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

কাগজ প্রতিবেদক : গবেষণা করে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া মিহি সুতায় বোনা ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। আর এ জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করেন দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষক, উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

গতকাল রোববার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়ামে 'রিভাইবল অব মসলিন টেক্সটাইল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে তারা এসব কথা জানান। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন– জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, ইউনেসকোর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বিটট্রিক কালডুন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজু রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান এরশাদ হোসেইন, ইউমেন ইউনিভার্সিটি ভিসি ড. পারভিন, গবেষক ড. হামিদা মোরশেদ প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের হারিয়ে যাওয়া মসলিন কাপড় ফিরিয়ে আনতে এর ডিএনএ পরীক্ষা করে এর বীজ সংগ্রহের কাজ চলছে। গবেষকরা বলছেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা করে মসলিন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এ জন্য আমাদের কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক ছাতার নিচে এসে কাজ করতে হবে। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মসলিন বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় একটি খাত। এক সময় মসলিনে ২৮ কোটি রুপি বাণিজ্য ছিল। এই ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার করা গেলে আমরা বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হব।

এ সময় বক্তারা বলেন– আইনি দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের বেশ কয়েকটি প্যাটেন্ট অন্যরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মসলিন, জামদানি আমাদের সম্পদ। এর মালিকানা আমাদের আনতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্টদের যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। তারা বলেন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) মাধ্যমে মসলিন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ প্রয়োজন। একই সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত গবেষণার ওপর জোর দেন তারা। মসলিনসহ বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী কাপড় লন্ডনের জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশেও একটি বস্ত্র জাদুঘর স্থাপনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:08-02-2016 Page: 03, Col 6-8 Size: 12 Col*Inc

# ‘উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মসলিনের পুনর্জন্ম সম্ভব’

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মুঘল আমলে মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার পাড়ে যে ফুটি কার্পাস তুলার চাষ হতো, তা দিয়ে তৈরি করা যেতো ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড়। তবে মসলিন কাপড় তৈরির উপযোগী সেই পরিবেশ আর নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আর ব্রিটিশ শাসনের পর থেকে হারিয়ে যাওয়া জগৎ বিখ্যাত সেই মসলিনের মৌলিক স্মৃতি চিহ্নও হারিয়ে যায় দেশ থেকে। তবে গবেষকরা মনে করছেন, মসলিনের ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবারও হারিয়ে যাওয়া সেই মসলিনের গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন গবেষণা করে আসল ফুটি কার্পাসের বীজ উৎপাদন, গুণগতমান উন্নয়ন, দক্ষ তাঁতীদের সম্পৃক্তকরণ ও বাজার সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ। জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী ‘মসলিন’ উৎসবের অংশ হিসেবে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংলাপে গতকাল রবিবার এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজন।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। প্যানেল আলোচক ছিলেন মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। সংলাপ পরিচালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল। মূল প্রবন্ধে তিনি মসলিনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধরন বিবর্তন তুলে ধরেন। এক সময় মসলিন মানে বাংলার ইতিহাস হলেও এখন আর এদেশে একখণ্ডও মৌলিক মসলিন নেই। তবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মসলিন কাপড় আছে।

মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ঐতিহ্যবাহী মসলিন সুতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি তাঁত বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

ড. হামিদা হোসেন নতুন প্রজন্মের সাথে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় ঘটানোর জন্য একটি বস্ত্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আজকাল বাজারে যে জামদানি পাওয়া যায় তা মসলিনেরই একটি ধারা উল্লেখ করে তা সংরক্ষণে কিছু প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি মসলিন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করে বলেন, দক্ষ তাঁতীদের সম্পৃক্ত করেই মসলিন ফিরিয়ে আনতে হবে। জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী দেশে গতবছর জিআই প্রকাশিত হয় বলে জানান। ফলে দেশের পণ্যের সত্ত্ব সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে। তিনি মৌলিক মসলিন ফিরিয়ে আনা একটি স্বপ্ন উল্লেখ করে তা বাস্তবায়নের এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।

যায়যায়দিন
Date:08-02-2016 Page 16, Col 06 Size: 15 col*inc

# মসলিন পুনরুজ্জীবনে দরকার সরকারি নীতি সহায়তা

যাযাদি রিপোর্ট

প্রায় দেড়শ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া বাংলার ঐতিহ্য 'ঢাকাই মসলিন' পুনরুজ্জীবিত করতে সবার আগে দরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতিগত সহায়তা। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ। তবেই মসলিন ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে।

রোববার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দিনব্যাপী এক সেমিনারে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা। সেমিনারে বিষয়বস্তু ছিল 'মসলিন পুনরুজ্জীবন : নীতি ও প্রতিষ্ঠান'।

বক্তারা বলেন, বাংলার হারানো ঐতিহ্য মসলিন ফিরিয়ে আনার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেটি বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব। যদি বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সরকারের নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা যোগ করা যায়। কারণ এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।

মসলিন পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

## মসলিন পুনরুজ্জীবনে

*(শেষ পৃষ্ঠার পর)*

তৈরিতে যে ধরনের সুতার প্রয়োজন, তা ব্যাপক ভিত্তিতে উৎপাদন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি রয়েছে, মসলিন উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং কারিগরদের প্রশিক্ষণ। সবকিছু সফলভাবে সম্পন্ন করতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব নয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দৃক ও জনপ্রিয় পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ের সহযোগিতায় সেমিনারের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় সেমিনারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন, লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের জ্যেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক রোজেমারি ক্রিলসহ দেশি-বিদেশি গবেষক অংশ নেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন বলেন, 'মসলিন তৈরির নীতিগত প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরাও চাই, সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় প্রক্রিয়াটি এগিয়ে যাক।'

তিনি আরো বলেন, 'মসলিনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে নতুন করে পরিচয়ে তুলে ধরা সম্ভব। কারণ, শুধু দেশে নয়, সারাবিশ্বে এর সমৃদ্ধ বাজার আছে। তবে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করতে হলে এখনো অনেক গবেষণা করতে হবে। তবেই হারানো গৌরব পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব।'

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী বলেন, 'মসলিনের মতো হারানো এই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এবং রক্ষা করতে শিল্প মন্ত্রণালয় ভীষণ আগ্রহী। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীরও নির্দেশ রয়েছে এ ব্যাপারে কাজ করতে।'

তিনি বলেন, 'কারু ও হস্তশিল্পের মতো দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি চুক্তি হয়েছে। জামদানি শিল্পের অধিকতর উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জের নয়াপাড়ায় ৫ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি জামদানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি এবং রিসার্চ সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। এখন মসলিনকে যদি এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য একটি মাইলফলক।'

মসলিন পুনরুজ্জীবিত করতে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে উল্লেখ করে সচিব বলেন, 'মসলিন তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তা ছাড়া একটি বড় প্রশ্ন থেকেই যায় যে, কাঁচামাল তৈরিতে এখানকার আবহাওয়া কতটা অনুকূল। এ অঞ্চলের মাটির প্রকৃতিও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং সঠিক মাটি ও আবহাওয়া খুঁজে পেতে গবেষণার দরকার। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমরা চিন্তা করছি, কিভাবে পিওর (খাঁটি) মসলিন তৈরি করা যায়। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিজ্ঞানী, গবেষক, কৃষিবিদ সবার সঙ্গে যদি শিল্প, বস্ত্র ও পাট, বনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এক সঙ্গে কাজ করে, আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই অভিযাত্রা সফল হবে।'

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:08-02-2016 Page 20 Col 7-8 Size:18.5 *Inc

# মসলিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** মসলিনের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর ঐতিহ্য সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের এ ঐতিহ্য কী কারণে হারিয়ে গেছে- তাও জানতে হবে। হারানো সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি নীতি প্রণয়ের বিষয়টি নিয়েও ভাবছে। আর মসলিনের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁতীদের সার্বিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এ খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববাজারে মসলিনের চাহিদা সম্পর্কেও জরিপ করা যেতে পারে। এছাড়া সংরক্ষণ করতে হবে নক্সার ধরন, ট্রেড মার্কের প্যাটেন্ট। আর এসব বিষয় মাথায় রেখে একসঙ্গে কাজ করলেই মসলিন পুনরুজ্জীবন সম্ভব।

## জাতীয় জাদুঘরে সেমিনার

রবিবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'মসলিনের পুনর্জাগরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী চলা এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা *(১৯ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)*

## মসলিনের ঐতিহ্য

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

বলেন। মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব-২০১৬ এর অংশ হিসেবে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী মোট চারটি সেশনে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেড এবং আড়ংয়ের যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী চার পর্বে বিভাজিত সেমিনারটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ইউনেস্কোর সিইও বিয়েত্রিচ কালদুন। সেমিনারের প্রথম সেশনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া। তিনি তার বক্তব্যে দৃক, জাতীয় জাদুঘর, আড়ং এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

দৃকের প্রধান নির্বাহী সাইফুল ইসলাম বলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং লক্ষ্য স্থির করে একসঙ্গে কাজ করলেই মসলিন পুনরুজ্জীবন সম্ভব। মূল প্রবন্ধকার রোজমেরী ক্রিল তার প্রবন্ধে মসলিনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তার প্রবন্ধে খ্রিঃ পূঃ ছয় হাজার থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত মসলিনের ইতিহাস উঠে এসেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামিদা হোসেন বলেন, ঢাকা মসলিন উৎপাদনের অন্যতম মূল কেন্দ্র ছিল। মসলিনের সোনালী অতীতকে ধরে রাখতে একটি টেক্সটাইল মিউজিয়াম স্থাপন করা খুবই দরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল নাসের চৌধুরী বলেন, নোয়াপাড়ায় ৫.৮ একর জায়গায় জামদানি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বিসিকের মাধ্যমে জামদানি তাঁতশিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সাবেক সিনিয়র সচিব ড. সোহেল আহমেদ বলেন, বিশ্ববাজারে মসলিনের চাহিদা সর্ম্পকে জরিপ করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট কারুশিল্পবিদ বিবি রাসেল মসলিন এবং জামদানির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে- সবাইকে এ বিষয়টি খেয়াল রাখার পরামর্শ দেন। অন্য তিনটি পর্বেও মসলিনের ঐতিহ্য ও করণীয় সম্পর্কে নানা দিক উঠে আসে। রূপসী গ্রামের বিশিষ্ট জামদানি শিল্পী আবুল কাশেম বলেন, তিনি তার বাবা-মায়ের কাছে দাদা-দাদির মসলিন বোনার গল্প শুনেছেন। তিনি পরম্পরার শিল্পী হিসেবে তার বাবা-মার কাছ থেকে জামদানি বোনা শিখেছেন। তবে তিনি জানান যে, বর্তমানে জামদানি কারিগররা উপযুক্ত মজুরি না পাওয়ায় জামদানি বুনতে চান না। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল নাসের চৌধুরী, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামিদা হোসাইন, ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
Date:08-02-2016 Page: 04, Col: 2-5 Size: 28 Col*Inc

## সিপিডির সংলাপে বক্তারা

# ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফিরে আসবে মসলিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মোগল আমলে মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার পারে যে গুটি কার্পাস তুলার চাষ হতো, তা দিয়ে তৈরি করা যেত ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড়। তবে মসলিন কাপড় তৈরির উপযোগী সেই পরিবেশ আর নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়াতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আর ব্রিটিশ শাসনের পর থেকে হারিয়ে যাওয়া জগদ্বিখ্যাত সেই মসলিনের মৌলিক স্মৃতিচিহ্নও হারিয়ে যায় দেশ থেকে। তবে গবেষকরা মনে করছেন, ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবারও হারিয়ে যাওয়া সেই মসলিনের সেই গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে আসল গুটি কার্পাসের বীজ উৎপাদন, গুণগত মানের উন্নয়ন, দক্ষ তাঁতিদের সম্পৃক্তকরণসহ বাজার সৃষ্টির ওপর গুরুতারোপ করতে হবে।

জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী 'মসলিন' উৎসবের অংশ হিসেবে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংলাপে গতকাল রবিবার এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সংলাপ পরিচালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল। তিনি বলেন, 'মসলিনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধরন বিবর্তনের ইতিহাস খুব চমকপ্রদ। তবে একসময় মসলিন মানে ছিল বাংলার ইতিহাস। দুঃখজনক হলো, এ দেশে এক খণ্ডও মৌলিক মসলিন নেই। তবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মসলিন কাপড় আছে।'

মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ঐতিহ্যবাহী মসলিন সুতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। এ সময় তিনি বলেন, 'মসলিনের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হবে। তবে সমন্বিত উদ্যোগ নিলে আশা করি তার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।' এ জন্য তিনি তাঁত বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

ড. হামিদা হোসেন নতুন প্রজন্মের সঙ্গে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় ঘটানোর জন্য একটি বস্ত্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আজকাল বাজারে যে জামদানি পাওয়া যায়, তা মসলিনেরই একটি ধারা। এগুলো যেহেতু এখনো টিকে আছে, সেহেতু মসলিনকেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।' এ সময় জামদানি সংরক্ষণের কিছু প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। পাশাপাশি মসলিন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করে তিনি বলেন, 'দক্ষ তাঁতিদের সম্পৃক্ত করেই মসলিন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে।'

জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, দেশে গত বছর জিআই প্রকাশিত হয়েছে। যা দেশের যেকোনো পণ্যের প্যাটেন্ট সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে। মৌলিক মসলিন ফিরিয়ে আনা একটি স্বপ্ন উল্লেখ করে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ছবি : কালের কণ্ঠ

**মসলিন মানে বাংলার ইতিহাস। সেই ইতিহাস আর জাদুঘরে নয় বাস্তবে ফিরিয়ে আনার আশা করছেন গবেষকরা**

কারও তাঁবেদারি করে না
মানবজমিন
Date:08-02-2016 Page 24, Col 5-6 Size: 19 Col*Inc

## সিপিডির সেমিনার

# এখনও মসলিনের সম্ভাবনা আছে

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার:** হারিয়ে যাওয়া মসলিন পোশাক শিল্প আবারও ফিরে আসছে। এক সময়ের জনপ্রিয় কারুকাজখচিত শিল্পটি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। সম্প্রতি বাংলাদেশে দুটি মসলিন শাড়ি তৈরি করার পর ফের ফিরে পাচ্ছে মসলিন ঐতিহ্য। একটি শাড়ি তৈরি করা হয় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে। অপরটি গাজীপুরে। ইতিমধ্যে শাড়ি দুটি বাজারজাতসহ মসলিন শিল্প পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে মাসব্যাপী মসলিন ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়েছে। মসলিন ফিরে আসার খবর জানাতে দফায় দফায় করা হচ্ছে সভা-সেমিনার। গতকাল বেসরকারি গবেষণা সংস্থা *পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১*

# এখনও মসলিনের সম্ভাবনা আছে

*শেষ পৃষ্ঠার পর* সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডির সঞ্চালনায় জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয় একটি সেমিনার। সিপিডির সিনিয়র নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমানের পরিচালনায় সেমিনারে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তা ও বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। মসলিনের বাজার সীমিত হলেও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা মন্দ নয় বলে জানান গবেষকরা। ঢাকার ঐতিহ্যের কথা আসলেই মসলিন কাপড়ের নাম সবার আগে আসে। এখন থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে ঢাকার মসলিনের কদর ছিল বিশ্বব্যাপী। মসলিনের প্রসঙ্গ উঠলে তার সঙ্গে অনেক গল্পও সামনে আসে। জনশ্রুতি আছে যে একটি মসলিন শাড়িকে দিয়াশলাইয়ের বাক্সে রাখা সম্ভব। যদিও বাস্তবে কোনো প্রমাণ মেলে না। দিয়াশলাইয়ের বাক্সে রাখা সম্ভব না হলেও, মসলিনের কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও হালকা আরামদায়কভাব নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। মসলিন বিলুপ্ত হয়েছে অন্তত ৩০০ বছর আগে। মসলিনের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে ঢাকায় চলছে ৩০ দিনের মসলিন উৎসব। দৃক গ্যালারি, আড়ং ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাসব্যাপী উৎসবটি শুরু হয় গত শুক্রবার। মসলিন বিষয়ে গবেষক ও দৃক গ্যালারির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, মসলিন শুধু একটি কাপড় নয়, এটিকে দেখতে হবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে। তিনি বলেন, আমরা তো প্রতিদিন মোটা চালের ভাত খাই। তাই বলে তো বাসমতি ফেলে দেইনি। সে হিসেবে একটি স্পেশাল জিনিস ফেলে দেয়া উচিত না। মসলিনের অংশ হিসেবে এখনও পর্যন্ত টিকে আছে জামদানি শাড়ি। মসলিনের দাপট এক সময় ইউরোপের বাজারে থাকলেও, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে মসলিন আর টিকে থাকতে পারেনি। কারণ ইউরোপ জুড়ে তখন বস্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করায় মসলিন বাজার হারিয়েছিল। তাছাড়া, যে তুলা থেকে মসলিনের সুতা উৎপাদন হতো, সে তুলার বীজও এখন আর নেই। মসলিনের একটা বিশেষ বাজার রয়েছে বলে আয়োজকরা মনে করছেন। তারা বলছেন, মসলিন কাপড় এখনও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়। উৎসবে আসা একজন কারিগর জানালেন, আগের মসলিনে হয়তো পুরোপুরি যাওয়া সম্ভব না হলেও কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। উৎসব দেখতে অনেক দর্শক আসেন জাতীয় জাদুঘরে। একজন সৌখিন দর্শক সুমাইয়া আক্তার সারা বলেন, মসলিন উচ্চবিত্তদের কাপড়। আগের দিনের রাজা-বাদশারাই পরতেন। এখনও যারা সৌখিন তারাই এটা পরবে। এটা সাধারণ মানুষের কাপড় নয়। আমি এসেছি দেখতে। ছোট বেলায় শুনেছি–মসলিন কাপড় দিয়াশলাইয়ের বাক্সে বন্দি করা যায়। অবিশ্বাস্য মনে হতো উল্লেখ করে বিবিএ পড়ুয়া সারা বলেন, সেটা রূপকথার গল্প ছিল। তবে এটা সত্য যে, মসলিনের কাপড় স্বাভাবিকের তুলনায় মসৃণ ও সরু।

গবেষক সাইফুল ইসলাম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ভারতের একটি গ্রাম মসলিনের নামে বছরে ২৫ কোটি টাকার কাপড় বিক্রি করছে। ভারত খাদি মসলিন হিসেবে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। কিন্তু এগুলোকে সব বলা হয় বেঙ্গল মসলিন। তাহলে নিশ্চয়ই মসলিনের বাজার আছে। তাছাড়া, মসলিন ও জামদানি গুণে-মানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। মসৃণ সুতোর গাঁথুনিই মসলিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ড. হামিদা হোসেন বলেন, বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ের মসলিন ও জামদানি শাড়ি খুবই জনপ্রিয়। শিল্পটি হারিয়ে গেলেও আবার ফিরে আসছে, এটি নিশ্চয় আনন্দের খবর। মসলিন ও জামদানির ডিজাইনের প্রশংসা করে ড. হামিদা বলেন, পণ্য দুটির ডিজাইনের মান আন্তর্জাতিক ও ব্যতিক্রম।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, ইউনেস্কোর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বিটট্রিক কালডুন, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান এরশাদ হোসাইন, উইমেন ইউনিভার্সিটি ভিসি ড. পারভিন প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল। রোজমেরি ক্রিলের ডকুমেন্টারি বর্ণনায় উঠে আসে মুঘল আমলের রাজা-বাদশাদের গায়ে কিভাবে শোভা পেতো মসলিন কাপড়ে তৈরি নানান পোশাক।

নয়া দিগন্ত
Date: 08-02-2016 Page 03 Col 4 Size: 13 Col*Inc

সেমিনারে বক্তারা

# মসলিন শিল্পকে ফিরিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বখ্যাত মসলিন শিল্পকে আবারো ফিরিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি। এ জন্য মসলিন তৈরির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ কাজে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

গতকাল 'বাংলাদেশে মসলিন শিল্পের পুনরুজ্জীবন' শীর্ষক এক সেমিনারে আলোচকরা এ কথা বলেন। শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরে গত শুক্রবার থেকে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক ও আড়ং যৌথভাবে এ উৎসবের আয়োজন করে। উৎসব উপলক্ষে গতকাল দিনব্যাপী চারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এসব সেমিনারে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর রোজম্যারি ক্রিল, লন্ডনের মসলিন ট্রাস্টের রিসার্চ ফেলো ড. সোনিয়া ■ ১১ পৃ: ৩-এর কলামে

## মসলিন শিল্পকে

৩য় পৃষ্ঠার পর

আশমোরি, ন্যাশনাল ক্রাফটস কাউন্সিলের সভাপতি চন্দ্রশেখর সাহা ও কলকাতার ওয়েভার্স স্টুডিওর দারশান শাহ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেদায়েতউল্লাহ আল মামুন, সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অতিরিক্ত সচিব জামাল আব্দুন নাসের চৌধুরী, এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান, জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, মসলিন গবেষক সাইফুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মনজুর হোসাইন, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দিন আহমেদ, আইন ও সালিস কেন্দ্রের সভাপতি ড. হামিদা হোসেন, ভারতের টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ রুবি পাল চৌধুরী, ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আড়াই শ কাউন্টের চেয়ে মিহি সাদা সুতা দিয়ে মসলিন তৈরি করা হতো শত বছর আগে। রাজ পরিবারের মেয়েদের পছন্দের শীর্ষে থাকা এই শাড়ি বোনা হতো কার্পাসের সুতায়। এ জন্য এক সময় বৃহত্তর ঢাকার মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরসংলগ্ন অঞ্চলে হতো ফুটি কার্পাসের চাষ। সেই সুতা তৈরি হতো নদীতে নৌকায় বসে, উপযোগী আর্দ্র পরিবেশে। ব্রিটিশ শাসনামলে কল-কারখানা থেকে সাশ্রয়ী কাপড় আসায় একসময় হারিয়ে যায় দীর্ঘ সময় নিয়ে মসলিন তৈরির তাঁত ও সুতা। সেই সুতা ফিরিয়ে আনতে সরকার গত বছর এক হাজার ২৪০ কোটি ৩৮ লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার কাজ শুরু হবে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে। নারায়ণগঞ্জের নওয়াপাড়ায় এ উপলক্ষে একটি শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে শুধু সরকার নয়, এ শিল্পের পুনরুজ্জীবনে গবেষক, ফ্যাশন ডিজাইনার, ব্যবসায়ী, শ্রমিকসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ দিকে গতকাল মসলিন প্রদর্শনী ঘুরে দেখা যায়, নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন। তারা হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী মসলিন, মসলিন তৈরির যন্ত্রপাতি, সুতা, শাড়ি, পোশাক ঘুরে ঘুরে দেখছেন। সেখানে মাল্টিমিডিয়ায় মসলিন তৈরির পদ্ধতিও দেখানো হচ্ছে। জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য থেকে আনা কয়েকটি পুরাতন মসলিন কাপড়ও প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

উৎসবের উদ্দেশ্য নিয়ে মসলিন গবেষক সাইফুল ইসলাম বলেন, এ উৎসবের পেছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইতিহাস মতে মসলিন তৈরিতে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবার সামনে তুলে ধরা। মোঘল আমলে ব্যবহৃত এ ঐতিহাসিক কাপড়ের গল্পটি জানানো, এ কাপড়ের পুনরুজ্জীবনে আগ্রহ গড়ে তোলা এবং আমাদের বয়নশিল্পীদের ভূমিকা তুলে ধরাও আমাদের এ উদ্যোগের লক্ষ্য।